দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার ৩ ফাল্গুন ১৪১৮
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২

ভেগার সফল মহাকাশ যাত্রা

গত সোমবার দক্ষিণ অ্যামেরিকার ফ্রেঞ্চ গিয়ানার কুরু মহাকাশ কেন্দ্র থেকে সফল যাত্রা শুরু করেছে ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থার নতুন রকেট 'ভেগা'। ইউরোপের ৭টি দেশ প্রায় ৭৯ কোটি ইউরো ব্যয় করে এই রকেট তৈরি করেছে। খবর ডয়েচে ভেলে।

মহাকাশে স্যাটেলাইট পাঠাতে এ পর্যন্ত মার্কিন স্পেস শাটল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে এসেছে। কিন্তু শাটল কর্মসূচির সমাপ্তির পর সাধারণ রকেটকে এই দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। রকেটের কাজ পৃথিবী থেকে এক বা একাধিক স্যাটেলাইটকে মহাকাশে নিয়ে গিয়ে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ছেড়ে দেয়া। সোমবার রকেট পরিবারে যোগ হলো 'ভেগা'। সব মিলিয়ে প্রায় এক হাজার মানুষ ও ৪০টি সংস্থা এই প্রকল্পে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছে। ভেগা'র নির্মাণের কাজ প্রায় পুরোটাই ইটালিতেই সম্পন্ন হয়েছে। মূলত ছোট আকারের গবেষণামূলক বা পর্যবেক স্যাটেলাইটের জন্যই এই রকেট উপযুক্ত, বলছেন বিশেষজ্ঞরা।

ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা 'ইএসএ' এ পর্যন্ত দক্ষিণ অ্যামেরিকার ফ্রেঞ্চ গিয়ানার কুরু মহাকাশ কেন্দ্র থেকে বিশাল আকারের 'আরিয়ান ৫' রকেট উৎক্ষেপণ করে এসেছে। প্রায় ৫০ মিটার দীর্ঘ 'আরিয়ান ৫' রকেট সহজেই নজর কাড়ে। রাশিয়ার 'সোইয়ুজ' রকেট মাঝারি মাপের। 'ইএসএ' রাশিয়ার কাছ থেকে এই রকেট কিনে নিজের প্রয়োজনে কাজে লাগাচ্ছে। নতুন এই 'ভেগা' রকেটের আকার আরও ছোট, কিন্তু প্রথম পরীক্ষামূলক যাত্রায় সে মোট ৯টি স্যাটেলাইট কাঁধে নিয়ে রওয়ানা হয়েছে। এর মধ্যে দু'টি ইটালির, বাকি ৭টি 'পিকো' স্যাটেলাইটের মালিক ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়। স্যাটেলাইটগুলি ইতিমধ্যে কক্ষপথেও পৌঁছে গেছে। ৩শ থেকে আড়াই হাজার কিলোগ্রাম ওজন বহনে সক্ষম এই রকেটের উচ্চতা ৩০ মিটার, ওজন ১৩৭ টন।

১৯৯৬ সালের জুন মাস থেকে নতুন কোনো রকেট পরীক্ষা করা হয়নি। ঐ বছর পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণের ৪০ সেকেন্ড পরেই 'আরিয়ান ৫' রকেটটি ধ্বংস হয়ে যায়। সফটওয়্যারের ত্রুটির কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল বলে জানা যায়। সোমবারের সাফল্য সেই ব্যর্থতাকে ঢেকে দিয়েছে। 'আরিয়ানস্পেস' সংস্থা এখন 'ভেগা'র বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু করতে পারবে।

ইএসএ'র প্রধান জঁ জাক দরদ্যাঁ জানান, 'এখন আর এমন কোনো ইউরোপীয় স্যাটেলাইট রইলো না, যা আমরা নিজেরাই মহাকাশে পাঠাতে পারি না। এটা ইএসএ ও ইটালির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন।